উন্নয়নশীল দেশে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ

ভূমিকাঃ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নানা সময়ে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটে থাকে। মূলত যেসব দেশের মাথাপিছু আয় তুলনামূলকভাবে কম, দীর্ঘ সময় ধরে উপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল সেই দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সময় এসকল দেশগুলো সামরিক হস্তক্ষেপের মুখোমুখি হয় ফলে বারবারই বাধাগ্রস্ত হয় গনতন্ত্র ও নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশেও কয়েকবার সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছে।

সামরিক হস্তক্ষেপ কি? যখন সেনাবাহিনী নিজ পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জাতীয় প্রশাসন ও রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে, তখন তাকে সামরিক হস্তক্ষেপ বলা হয়। সাধারণত কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ক্রোন্দল, ক্ষমতার লড়াই, এবং নির্বাচিত সরকার যখন জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ হয়, মূলত সেই বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতাসীন হয়।

সামরিক হস্তক্ষেপের কারণঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সামরিক হস্তক্ষেপে নিত্য নৈমত্তিক ঘটনা। নিচে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ বর্ণনা করা হলো;

যোগ্য নেতৃত্বের অভাবঃ সাধারণত যেসব দেশের বেসামরিক সরকার জনগণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভে ব্যর্থ হয় সেসব দেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সর্বাধিক। উন্নয়নশীল দেশে, দেশ পরিচালনায় দায়িত্ব নেয়া সরকার স্বভাবতই অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ হয়ে থাকে।

জাতীয় ঐক্য সংকটঃ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে কোন জাতীয় সমস্যার সমাধানে অনেক সময় সে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমন সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী তার সুযোগে ক্ষমতায় আসে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্যাঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রেই ক্ষমতা হস্তান্তর এবং পরিচালনার সাংবিধানিক নীতিমালা থাকে। কিন্তু যখন কোনো শাসকগোষ্ঠী উল্লিখিত বিধান লঙঘন করে ক্ষমতা হস্তান্তরে সমস্যার সৃষ্টি করে তখন জনমনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। শুরু হয় দ্বন্দ্ব, এ সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখলে এগিয়ে আসে।

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাত : উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে ক্ষমতাসীন দলগুলো নিজেদের একক অধিপত্য বিস্তার করে। বিরোধী দলকে তারা সহ্য করতে পারেন না। ফলে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকে। এ সুযোগে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে।

রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব : সাধারণত উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শিক্ষার হার কম এবং অধিকাংশ জনগণই রাজনৈতিক অধিকার ও গনতন্ত্র সম্পর্কে সচেতনত না। ফলে ক্ষমতাসীন সেনাবাহিনী জনমতের প্রতি তোয়াক্কা না করে বেসামরিক রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

অভ্যন্তরীণ কোন্দলঃ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাতের ফলে যে কোন দেশ একটি বিশেষ সংকটের মধ্যে পতিত হয়। কখনও কখনও এরূপ দ্বন্দ্ব সশস্ত্র সংঘাতে রূপান্তরিত হয়। বেসামরিক সরকার এরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে সামরিক হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

জনগণের আশা – আকাঙক্ষার সাথে জীবনমানের অসঙ্গতিঃ নির্বাচিত সরকার যখন জনগনের আশা – আকাঙক্ষা ও দাবি দাওয়া পূরনে ব্যর্থ হয় তখন দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ সুযোগে সেনাবাহিনী জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে থাকে।

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। তাদের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে জনগণ তআদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং জনগণ সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেমে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে থাকে।

অর্থনৈতিক কারণঃ অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া স্বাধীনতা মূল্যহীন। অর্থনৈতিক দুরাবস্থা অস্থিতিশীল করে তোলে পুরো রাজনৈতিক কাঠামোকে। ফলে একটা সময় রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যায় সামরিক শাসকদের হাতে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলাফল :

সামরিক বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা হ্রাস পায়ঃ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ তাদের পেশাগত যোগ্যতা ক্ষুণ্ন করে। ফলে নিজ দায়িত্বের প্রতি তারা উদাসীন হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার লোভ তাদের এমনভাবে পেয়ে বসে যে তারা দেশ রক্ষার দায়িত্ববোধ হারিয়ে ফেলে,যা দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর ।

জরুরি আইন ঘোষণাঃ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারকে পদচ্যুত করার সাথে সাথে দেশের সার্বিক বিশৃঙ্খল স্থতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সামরিক বাহিনী জরুরি আইন ঘোষণা করে । এতে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় ।

সরকারের পতন ঘটেঃ সামরিক হস্তক্ষেপের হলে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটে । পরবর্তীতে সামরিক বাহিনী তাদের পছন্দমতো সরকার গঠন করে,যাতে অধিকাংশ প্রতিনিধি থাকে সেনাবাহিনীর সদস্য ।

সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধিঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্রীয় খাতের চেয়ে সামরিক খাতে অধিক ব্যয় করে থাকে । ফলে সাংবিধানিক জটিলতা ও বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। যেটি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে দেখা যায়।

সংবিধান স্থগিতকরণঃ সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পরপরই সংবিধান স্থগিত ঘোষণা করে এবং সংবিধানে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে তারসাথে মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হ্রাস পায়ঃ বিচারকদের মতামত অপেক্ষা সামরিক কর্তৃপক্ষের মতামত অনেকটা প্রাধান্য পায় । সাধারণ আদালতের পাশাপাশি সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় বলে বিচার বিভাগের গুরুত্ব হ্রাস পায় ।

সংসদ ভেঙে দেওয়াঃ সংসদ হলো একটি দেশ পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু । উন্নয়নশীল দেশে সকল প্রকার আইন , বাজেট পেশ প্রভৃতির জন্য সংসদ থাকে , কিন্তু সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের ফলে সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় ।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধঃ সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের ফলে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ।

উপসংহারঃ সেনাবাহিনীর কাজের পরিধি, মানে দায়িত্ব এবং কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। রাজনৈতিক সংকট নিরসন তাদের কাজ নয়। বরং দেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে দেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হয়, পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির মাত্রা চরম আকার ধারণ করে এবং আরও অনেক সমস্যা দেখা দেয় । খুব কম দেশেই সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরিবর্তন হয় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা।